প্রকল্পের সাফল্যগাঁথা

প্রকল্পের সাফল্যগাঁথা

আশ্রয়ণ প্রকল্পে পুনর্বাসিত উপকারভোগীগণ প্রশিক্ষণ ও ঋণ গ্রহণ করে প্রায় সকলেই তাদের জীবন মানের উন্নয়ন ঘটিয়েছেন। উল্লেখযোগ্য কয়েকটি প্রকল্পের সাফল্যগাঁথা নিম্নে উল্লেখ করা হলো–

আলতাপোল আশ্রয়ণ প্রকল্প:

যশোর জেলার কেশবপুর উপজেলাধীন আলতাপোল আশ্রয়ণ প্রকল্পে বসবাসরত ৮০ টি পরিবার প্রশিক্ষণ ও ঋণ গ্রহণ করার পর নিজেদেরকে বিভিন্ন আয়বর্ধক কর্মকান্ডে নিয়োজিত করেছেন। মেডেল, শিশুদের খেলনা, ফুলদানী ও নিত্যব্যবহার্য আসবাবপত্র তৈরী করে এবং বিক্রয়ের মাধ্যমে অর্থ উপার্জন করে তারা পুরোপুরি স্বাবলম্বী হয়েছেন। উপকারভোগীদের মধ্যে কয়েকজনের পুঁজির পরিমাণ ২ লক্ষ টাকা অতিক্রম করেছে।

ইছামতি আশ্রয়ণ প্রকল্প:

যশোর জেলায় অভয়নগর উপজেলাধীন ইছামতি আশ্রয়ণ প্রকল্পে পুনর্বাসিত উপকারভোগীগণ আত্ম-কর্মসংস্থানের মাধ্যমে স্বাবলম্বী হয়েছেন।

শালদিঘি আশ্রয়ণ প্রকল্প:

দিনাজপুর জেলার নবাবগঞ্জ উপজেলাধীন শালদিঘি আশ্রয়ণ প্রকল্পের ৪০-৪৫ জন মহিলা চুলের ব্যবসা করে স্বাবলম্বী হয়েছেন।

ধানগড়া আশ্রয়ণ প্রকল্প:

সিরাজগঞ্জ জেলার রায়গঞ্জ উপজেলার ধানগড়া আশ্রয়ণ প্রকল্পের বাসিন্দারা প্রকল্পে সুতা ও কাপড় তৈরী করে নিজে এবং নিজের পরিবারের অর্থনৈতিক অবস্থার উন্নয়ন ঘটিয়েছেন।

তালুকরামভদ্র আশ্রয়ণ প্রকল্প:

সুন্দরগঞ্জ উপজেলাধীন তালুকরামভদ্র আশ্রয়ণ প্রকল্পের বাসিন্দা আব্দুস সাত্তার প্রকল্পের পাশে অবস্থিত বাজারে একটি দোকান দিয়েছেন। আশ্রয়ণ প্রকল্প হতে ঋণ নিয়ে তিনি ব্যবসা করছেন। তিনি প্রায় ১ লক্ষ টাকা দিয়ে ৪০ শতক জমি বন্ধক নিয়ে বিভিন্ন ধরনের ফসল উৎপাদন করেন। তিনি পুরোপুরি স্বাবলম্বী হয়েছেন।

বান্দাবাড়ী আশ্রয়ণ প্রকল্প:

মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশনার পরিপ্রেক্ষিতে গাজীপুর জেলার কালিয়াকৈর উপজেলায় ৭০ জন কুষ্ঠরোগীকে পুনর্বাসন করা হয়েছে। পুনর্বাসিত প্রত্যেক পরিবারই প্রশিক্ষণ ও ঋণ গ্রহণের মাধ্যমে স্বাবলম্বী হয়েছেন।

সিংদিঘী আশ্রয়ণ প্রকল্প

গাজীপুর জেলার সদর উপজেলায় সিংদিঘী আশ্রয়ণ প্রকল্পে ১০০ জন উপকারভোগী ঋণ গ্রহণ ও প্রশিক্ষণের মাধ্যমে দক্ষতা অর্জন করেছেন। চাকুরির ও স্ব উদ্দোগে আয় বর্ধক কর্মকান্ড করে সকলেই স্বাবলম্বী হয়েছেন।

শংকরপুর আশ্রয়ণ প্রকল্প, যশোর সদর,যশোরঃ

যশোর পৌরসভায় যশোর শহরের মাঝে যশোর সদর উপজেলাধীন শংকরপুর আশ্রয়ণ আশ্রয়ণ প্রকল্প অবস্থিত। প্রকল্পটিতে ব্যারাক নির্মাণের পর গত ২০/০৫/১৯৯৯ সালে উপকারভোগী পরিবারদের পুনর্বাসন করা হয়। প্রকল্পটিতে মোট ব্যারাক সংখ্যা ০৩ টি এবং উপকারভোগী পরিবার সংখ্যা ৩০ টি। নকশী কাঁথা , সেলাই, থ্রি-পিচ, শাড়ী ছাড়াও ম্যাশিন দিয়ে ডিমের বাচ্চা ফোঁটানো, গাভীপালান, হাঁস-মুরগী পালন এবং কবুতর পালন করে আশ্রয়ণ প্রকল্পে পুনর্বাসিত যে সকল সদস্যগণ তাঁদের ভাগ্যের পরিবর্তন ঘটিয়েছে তার মধ্যে অন্যতম জনাব নুরজাহান বেগম, স্বামীঃ ইউনুস মুন্সি, যার ব্যারাক নং- ০৩, ঘর নং- ০২। তিনি প্রথমে ২০,০০০/- টাকা ঋণ গ্রহণ করে নকশী কাঁথা, সেলাই কাজে ব্যবসা পরিচালনা করেন। পরবর্তীতে তিনি ঋণ পরিশোধ করে পুনরায় ২০,০০০/- (কুঁড়ি হাজার) টাকা ঋণ গ্রহণ করেন। মোট ৪০,০০০/- (চল্লিশ হাজার) টাকা নিয়ে তিনি ব্যবসা পরিচালনা করেন। এখন তার এই ব্যবসায় ১০ জন কর্মী কাজ করেন। তাদের দ্বারা তিনি নকশী কাঁথা, থ্রি-পিচ, কাপড়, সেলাই কাজ মাসে ১৫,০০০/- থেকে ২০,০০০/- টাকা পর্যন্ত উপার্জন করে তিনি পরিবার পরিজন নিয়ে স্বাচ্ছন্দে জীবন-যাপন করছেন।

ঝিনুকমালা -১ ও ২ আশ্রয়ণ প্রকল্প, ঝিনাইদহ সদর, ঝিনাইদহঃ

ঝিনুকমালা-১ ও ২ আশ্রয়ণ প্রকল্প দু'টি ঝিনাইদহ সদর উপজেলার ঝিনাইদহ-কুষ্টিয়া রোডের পাশে ঝিনাইদহ ক্যাডেট কলেজের বিপরীত পাশে অবস্থিত। প্রকল্প দু'টিতে ২৩টি ১০ ইউনিটের সি আই সিট ব্যারাক নির্মাণ করে ২৩০ টি পরিবারকে পুনর্বাসন করা হয়েছে। উক্ত প্রকল্পে মোট উপকারভোগীর সংখ্যা ৪১৭ জন। গরু, ছাগল, হাঁসু মুরগী পালন ও চাষ- আবাদ, মুদি , তাঁতও ফেরিওয়ালার কাজ করে তাদের ভাগ্যের পরিবর্তন করেছে। তাদের মধ্যে অন্যতম মোঃ হারুন অর রশিদ ২০০৭ সালে ঝিনাইদহ সদর উপজেলাধীন ঝিনুকমালা -১ আশ্রয়ন (ফেইজ-২) প্রকল্পে ৮ নং ব্যারাকে ১০ নং কক্ষে বসতি শুরু করে। ২০০৭ সালে আশ্রয়ন প্রকল্প থেকে মাত্র ১০০০০/- দশ হাজার) টাকা ঋণ গ্রহণ করে প্রথমে ৪ টি ছাগল ও পরবতীতে জমি বন্ধক রেখে চাষ আবাদ শুরু করে। বর্তমানে তার মুলধনের পরিমান হচ্ছেঃ আরাপপুর মৌজায় ক্রয়কৃত ৫ শতক জমি, যাহার মুল্য-৭০০০০০/- (সাত লক্ষ) টাকা, বন্ধককৃত জমি, যাহার মুল্য-১০০০০০/- (এক লক্ষ) টাকা, ০৫ (পাঁচ) টি গরু,যাহার মুল্য-২০০০০০/- (দুই লক্ষ) টাকা। ০৪ (চার) টি ছাগল ,যাহার মুল্য-৩২০০০/- (বত্রিশ হাজার) টাকা। উক্ত প্রকল্পে বসবাসরত মো: হারুন অর রশিদের পুত্র মোঃ বাবলু ইসলাম সরকারী কে সি কলেজ ঝিনাইদহ হতে বি, কম পাশ করেছে। নিম্নে তার ছবি দেয়া হলোঃ

“খোদ্দ বোতলাগাড়ী আশ্রয়ণ”

উপজেলাঃ সৈয়দপুর, জেলাঃ নীলফামারী

নীলফামারী জেলার সৈয়দপুর উপজেলা সদর হতে ৯ কিঃমিঃ দূরে বোতলাগাড়ী ইউনিয়ন পরিষদ হতে ১/২ কিঃমি দূরে বাজারের নিকট অবস্থিত। প্রকল্পটি ইউনিয়ন ভূমি অফিসের সাথে মনোরম পরিবেশে অবস্থিত। প্রকল্পটিতে ২০১৬-১৭ অর্থবছরে ১৭টি ব্যারাক নির্মাণ করা হয় যেখানে ৮৫টি পরিবার বসবাস করছে। পুনর্বাসিত পরিবারের বিভিন্ন আয়বর্দ্ধক কার্যক্রমের নিমিত্তে যুব উন্নয়ন হতে পাটজাত পণ্য তৈরিতে ২ ব্যাচে ৪৭ জনকে, পারিবারিক হাঁস মুরগী পালনে ২০ ব্যাচে ৪৮ জনকে এবং কাগজের ব্যাগ ও ঠোঙ্গা তৈরিতে ২ ব্যাচে ৪৭ জনকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়। প্রকল্পটিতে বসবাসরতদের উল্লেখযোগ্য পেশার মধ্যে পাটজাত পণ্য তৈরি, পারিবারিক হাঁস-মুরগী পালন, কাগজের ব্যাগ ও ঠোঙ্গা তৈরি, দিন মজুর, রিক্সা চালানো, বাঁশ দিয়ে বিভিন্ন পণ্য তৈরি ইত্যাদি।

আশ্রয়ণ প্রকল্পে বসবাসরত উপকারভোগীদের সন্তানদের অনেকে শিক্ষার দিকে অগ্রসর হচ্ছে যার মধ্যে প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ৩০ জন, মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে ২০ জন এবং উচ্চ মাধ্যমিকে ০১ জন অধ্যয়নে আছে।

আশ্রয়ণ প্রকল্পে বসবাসরতদের মদ্যে বেশ সফলতার গল্পও আছে যেমন-

“খোদ্দ বোতলাগাড়ী আশ্রয়ণ” প্রকল্পগ্রামে ১/৩ নং ঘরে বসবাসরত মোঃ আমির আলী, পিতা মোঃ সহর আলী জানান বর্তমান আশ্রয়ণ প্রকল্পে পুনর্বাসনের পূর্বে অন্যের জমিতে বসবাস করছিলেন বলে জানান সেসময় তার সংসার খুব অভাব অনটনে কাটত। আশ্রয়ণ প্রকল্পে এসে যুব উন্নয়ন হতে পারিবারিক হাঁস-মুরগী পালন, কাগজের ব্যাগ ও ঠোঙ্গা তৈরির ০৭ (সাত) দিনের প্রশিক্ষণ নিয়ে বর্তমানে তিনি ও তার স্ত্রী হাঁস মুরগী পালন, কাগজের ব্যাগ ও ঠোঙ্গা তৈরিসহ সেলাই মেশিনে কাজ করে অর্থনৈতিকভাবে স্বাবলম্বী হয়েছে।

প্রকল্পগ্রামে ১৪/৪ নং ঘরে বসবাসরত অপর উপকারভোগী মোঃ ছরদ্দি, পিং- জামাল মামুদ জানান, খোর্দ্দ বোতলাগাড়ী আশ্রয়ণ প্রকল্পে আসার পূর্বে অন্যের জমিতে বসবাস করছিলেন বলে জানান। বর্তমানে আশ্রয়ণ প্রকল্পে এসে তার স্ত্রী যুব উন্নয়ন হতে পাটজাত পণ্য তৈরি, পারিবারিক হাঁস-মুরগী পালনের ০৭(সাত) দিনের প্রশিক্ষন নিয়ে এবং কাপড়ের ব্যবসা করছে। বর্তমানে তার সংসারে কোন অভাব নেই বলে জানান।

প্রকল্পগ্রামে ১৫/২ নং ঘরে বসবাসরত মোঃ বুলবুল পিতাঃ ,হাসান মোহাম্মদ, খার্দ্দ বোতলাগাড়ী আশ্রয়ণ প্রকল্পে আসার পূর্বে অন্যের জমিতে বসবাস করছিলেন বলে জানান। বর্তমানে আশ্রয়ণ প্রকল্পে পুনর্বাসনের পর রিক্সা চালিয়ে এবং গাভী পালন করে উপার্জন করছেন তাছাড়া তার স্ত্রী বাড়ির উঠানে সব্জি চাষ করে। বর্তমানে তার সংসারে কোন অভাব নেই বলে জানান।

উপকারভোগীদের সামাজিক মর্যাদা বৃদ্ধির জন্য প্রশিক্ষণলব্ধ জ্ঞান কাজে লাগিয়ে এবং আয় রোজগার বৃদ্ধি করছে আশ্রয়ণ প্রকল্পে পুনর্বাসনের পূর্বে এরা সমাজে ছিন্নমুল হিসাবে বসবাস করত। তাদের কারোর নিজেদের জমি ছিল না অন্যের জমিতে মাথা গুজে ছিল। এখন নিজের ঘর পেয়ে তারা আনন্দিত এবং তাদের সবার মাঝে একটি মমতার সম্পর্ক তৈরি হয়েছে এবং তারা সমাজে মাথা উঁচু করে বসবাস করছে।

উপকারভোগীদের সন্তানদের উচ্চশিক্ষার বিবরণঃ

উপকারভোগীদের সন্ত্মানদের মধ্যে প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ৩০ জন, মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে ২০ জন এবং উ"চ মাধ্যমিকে ০১ জন অধ্যয়নে আছে।

উপকারভোগীদের সামাজিক মর্যাদা বৃদ্ধির গল্পঃ

প্রশিক্ষণলব্ধ জ্ঞান কাজে লাগাচ্ছি এবং আয় রোজগার করছি এর ফলে উপকারভোগীদের সমাজে ছিন্নমুল হিসাবে বসবাস করত। তাদের কারোর নিজেদের জমি ছিল না অন্যের জমিতে মাথা গুজে ছিল। এখন নিজের ঘর পেয়ে তারা আনন্দিত এবং তাদের সবার মাঝে একটি মমতার সম্পর্ক তৈরি হয়েছে এবং তারা সমাজে মাথা উঁচু করে বসবাস করছে।

আরেক উপকারভোগী মোঃ হাসানুজ্জামান ২০১৩ সালে ঝিনাইদহ সদর উপজেলাধীন ঝিনুকমালা -২ (আশ্রয়ন (ফেইজ-২) প্রকল্পে ২০ নং ব্যারাকে ০৪ নং কক্ষে বসতি শুরু করে। ২০১৪ সালে আশ্রয়ন প্রকল্প থেকে মাত্র ১৫০০০/- (পনের হাজার) টাকা ঋণ গ্রহণ করে মুদির ব্যবসা শুরু করে। বর্তমানে তার মুলধনের পরিমান আরাপপুর মৌজায় ক্রয়কৃত ৩ শতক জমি, যাহার মুল্য-৩০০০০০/-(সাত লক্ষ) টাকা, মুদি দোকানের মূলধন ১০০০০০/-(এক লক্ষ) টাকা, ০২ (দুই) টি ষাড়(মোটাতাজাকরন),যাহার মুল্য-২০০০০০/-(দুই লক্ষ) টাকা।

অপর উপকাভোগী জনাব মোঃ কাশেম মল্লিক ২০০৭ সালে ঝিনাইদহ সদর উপজেলাধীন ঝিনুকমালা -২(আশ্রয়ন (ফেইজ-২) প্রকল্পে ১৬ নং ব্যারাকে ১০ নং কক্ষে বসতি শুরু করে। ২০০৭ সালে আশ্রয়ন প্রকল্প থেকে মাত্র ১০০০০/- (দশ হাজার) টাকা ঋণ গ্রহণ করে গামছা বুনন তাঁত ব্যবসা শুরু করে। বর্তমানে তার মুলধনের পরিমাণ ১০০০০০/-(এক লক্ষ) টাকা।

প্রকল্পের সাফল্যগাঁথা

১) প্রকল্পের ভৌগলিক বিবরণ: পিরোজপুর জেলার সদর উপজেলাধীন শারিকতলা ইউনিয়ন।

২) প্রকল্পের নির্মাণ কাল,ব্যারাক সংখ্যা ও উপকারভোগীর সংখ্যা: প্রকল্পটি সেপ্টেম্বর ২০০৪ সালে নির্মিত হয়ে উপকারভোগী পুনর্বাসন করা হয়। ১০টি ১০ ইউনিটের ব্যারাকে ১০০টি পরিবার বসবাস করেন।

৩) প্রকল্পে গৃহিত আয়বর্ধক কার্যক্রম: জেলে, দিনমজুর, ভ্যান চালক, ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী, ক্ষুদ্র মৎস্য ব্যবসায়ী।

৪) প্রকল্পে বসবাসরতদের উল্লেখযোগ্য ব্যবসা: মৎস্যজীবী ও দিনমজুর

৫) কমপক্ষে ০৩ জন উপকারভোগীদের অর্থনৈতিক সফলতা অর্জনের গল্প: নিম্নবর্ণিত সদস্যগণ তাঁদের ভাগ্যের পরিবর্তন ঘটিয়েছে তার মধ্যে অন্যতম

১। মোস্তফা শেখ, পিং- মৃত আঃ গনি সেখ, কক্ষ নং- ব্যারাক-৬/ঘরঃ৮।
২। মোঃ আঃ জব্বার ভুট্টো, পিং- আনসার আলী শেখ, কক্ষ নং- ব্যারাক-৬/ঘরঃ১০।
৩। মোঃ বাবুল সিকদার , পিং- মোঃ আতাহার আলী সিকদার, কক্ষ নং- ব্যারাক-৬/ঘরঃ৩।

৬) উপকারভোগীদের সন্তানদের উচ্চ শিক্ষার বিবরণ: স্নাতকোত্তর - ৩জন , HSC- ০৭ জন , SSC-১১জন

৭) উপকারভোগীদের সামাজিক মর্যাদা বৃদ্ধির গল্প:

(ক) মোঃ আঃ জব্বার ভুট্টো আগে জেলে ছিলেন। এখন তিনি ক্ষুদ্র মৎস্য বাবসায়ী।
(খ) মোঃ মোস্তফা শেখ আগে রিক্সা চালক ছিলেন। বর্তমানে তাঁর একাধিক ব্যাটারি চালিত অটোগাড়ী আছে এবং আর্থিকভাবে সচ্ছল।

কুমিরমারা আশ্রয়ণ প্রকল্প, পিরোজপুর সদর, পিরোজপুর।

পশ্চিম হেতালিয়া আশ্রয়ণ প্রকল্প,পটুয়াখালী সদর, পটুয়াখালী

পশ্চিম হেতালিয়া আশ্রয়ণ প্রকল্প, পটুয়াখালী সদর, পটুয়াখালী

পিতাঃ মোঃ সোবহান হাওলাদার, ব্যারাকঃ০৯, রুমঃ০৯ (দুই ছেলে, ১ ছেলে বাংলাদেশ সেনাবাহিনীতে সৈনিক পদে যোগদান করেছেন এবং অপরজন অনার্স ৩য় বর্ষে লেখাপড়া করছেন) পশ্চিম হেতালিয়া আশ্রয়ণ প্রকল্প,পটুয়াখালী সদর, পটুয়াখালী।

পিতাঃ মোঃ জাকির তালুকদার,ব্যারাকঃ ০৬ রুমঃ০৯
সন্তান বি.এ. পাস কোর্সে পড়াশুনার পাশাপাশি ওয়াল্টন শো রুমে চাকরি করেন। পশ্চিম হেতালিয়া আশ্রয়ণ প্রকল্প, পটুয়াখালী সদর, পটুয়াখালী।